স্মরণীয় মনীষী

সূচি

মাওলানা মে'রাজুল হক : নীতিতে অবিচল আদর্শে নিরাপোষ ১৩
হযরত খতীবে আজম ও সান্নিধ্যের স্মৃতি ৩৯
হযরত হাফেজ্জী হুজুর : কাছ থেকে দেখা ৫৩
মরহুম খতীব সাহেব : তাঁর আখলাক ও জীবনদর্শন ৬১
মাওলানা উবায়দুল হক : সংক্ষিপ্ত জীবনী ৭৯
হযরত শায়খুল হাদীস মরহুমের বৈশিষ্ট্য ৯১
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান : বাংলার এক নবীপ্রেমিক কর্মবীর ১০১
মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ : একজন প্রজ্ঞাবান মনীষী ১০৯
কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ : তাঁর জীবন ও সংস্কারচিন্তা ১১৫
একজন আত্মপ্রচারবিমুখ মনীষী ১২৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় হুজুর : এক বিশাল বটবৃক্ষ ১৩৩
মাওলানা মোহাম্মদ জাফর : একজন সাহসী ও মাতৃভাষা-
প্রেমিক আলেম ১৪১
মুফতী আমিনী : এক বজ্রকণ্ঠ ১৫৫
মাওলানা আবদুন নূর : সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত ১৬৫
আমার ওসতাদ মাওলানা ফয়জুদ্দীন : তাঁর নানা প্রসঙ্গ ১৭১
একজন অক্লান্ত পরিব্রাজক ১৮১
মাওলানা ইসহাক ফরিদী : সংক্ষিপ্ত জীবন ও রচনা ১৯১
স্মৃতির আয়নায় মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ১৯৯
স্মৃতির পাতায় মাওলানা মুজিবুর রহমান ২১৩
মাওলানা আবদুল আযীয : তাঁর জীবন ও আদর্শ ২২৩
একজন সচেতন ও প্রজ্ঞাবান মনীষীর বিদায় ২২৯
এক ত্যাগী স্বপ্নদ্রষ্টা ২৪৯
একজন মেধাবী তরুণের বেড়ে ওঠা ও চলে যাওয়া ২৫৫

মাওলানা মে'রাজুল হক
নীতিতে অবিচল আদর্শে নিরাপোষ

নাম ও বংশ

হযরতের পিতার নাম নূরুল হক, দাদার নাম আশফাক করীম, পরদাদার নাম করম করীম ও পরদাদার পিতার নাম এনায়েত করীম।

ইল্‌ম ও তাসাওউফ চর্চার ঐতিহ্যবাহী প্রাণকেন্দ্র দেওবন্দ শহরে দুটি বংশের খ্যাতি রয়েছে। এক. প্রথম খলীফা সাইয়্যেদেনা হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.-এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সিদ্দীকী খান্দান। দুই. তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান রা.-এর বংশধারা ওসমানী খান্দান। হযরত মাওলানা মে'রাজুল হক ছিলেন সিদ্দীকী খান্দানের অন্তর্ভুক্ত।

সাইয়েদ মাহবুব রিজবী লিখেছেন, সিদ্দীকী খান্দানের প্রথম ব্যক্তি যিনি দেওবন্দে আসেন তিনি হলেন শায়খ মুইয্‌যুল ইসলাম। তাঁর সম্পর্কে এতটুকু জানা যায়, তিনি শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। শায়খ মুলতানী হিজরী ৬৬১ মুতাবিক ১২৬২ ঈসায়ী অথবা হিজরী ৬৬৬ মুতাবিক ১২৬৭ ঈসায়ী সনে ইনতেকাল করেন। এ হিসাবে শায়খ মুইয্‌যুল ইসলামকে হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকের মনীষী ধরা যায়। বলা হয়, বড় ভাই মহল্লার আদিনী মসজিদের সন্নিকটে তাঁর মাযার অবস্থিত।[১]

উল্লেখ্য, দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবীও সিদ্দীকী খান্দানের ছিলেন।

মাওলানা মে'রাজুল হকের দাদা জনাব আশফাক করীম একদিকে ছিলেন বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক, তেমনি অপরদিকে ছিলেন অত্যন্ত উদার দিলের অধিকারী।

দেওবন্দ শহরের কোটলা মহল্লা ও আশপাশের পুরা অঞ্চলই তাঁর একার ছিল। কোন অসহায় হিন্দু বা মুসলমান তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি তাকে আশ্রয় দিতেন। এভাবে বিশাল সম্পত্তি তিনি ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে বণ্টন করেন। জনাব আশফাক করীমের চার পুত্র ও এক কন্যা জন্ম লাভ করেন।

---

১. তারীখে দেওবন্দ, পৃ. ৭০

এক পুত্রের নাম নূরুল হক এবং অপর এক পুত্রের নাম আযীযুল হক। আযীযুল হক জনাব নূরুল হকের আগেই মারা যান।

মাওলানা মে'রাজুল হকের পিতা জনাব নূরুল হক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। যিনি সাহারানপুর সুগার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন।

উনিশ শ সাতচল্লিশ সনের দেশ বিভাগের সময় মাওলানা মে'রাজুল হকের পিতামাতা লাহোর চলে যান। প্রথমে তাঁর ছোট দুই ভাই নাসীমুল হক ও সালীমুল হক যান। এরপর পিতামাতা যান। প্রথমে মাতা এরপর পিতা জনাব নূরুল হক ইনতেকাল করেন। লাহোরেই তাঁদের কবর অবস্থিত।

জন্ম ও শৈশব

মাওলানা মে'রাজুল হক হিজরী ১৩২৮ (মুতাবিক ১৯১০) সনের রজব মাসে দেওবন্দের কোট্‌লা মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। এ মহল্লাটি দারুল উলুমের লাগোয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। দারুল উলুমের শায়খুল হাদীস মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরীও এ মহল্লাতেই বাড়ি করেছেন এবং এ বাড়িতেই বসবাস করতেন।

মাওলানা মে'রাজুল হক বাল্যকাল থেকেই কথা কম বলতেন। তিনি কোলাহলপ্রিয় ছেলেদের সাথে মিশে হৈ-হুল্লোড় করার চেয়ে একাকি চুপচাপ থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। সমবয়সী বালক বালিকাদের সাথে কখনও তিনি ঝগড়া ফাসাদে লিপ্ত হতেন না।

শিশুকাল থেকেই তাঁর চলাচলতি ও উঠাবসায় ছিল শৃঙ্খলার ছাপ। তিনি নিজের কাপড়চোপড় ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সব সময় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। তাঁর এ স্বভাব পরিণত বয়সেও বিদ্যমান ছিল। এমন কি বার্ধক্যেও ব্যতিক্রম হয়নি।

মাওলানা মে'রাজুল হক শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। সাহসিকতায় সমবয়সীদের মাঝে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। একবারের ঘটনা। তাঁর বয়স তখন এগারো বারো বছর। তিনি কোনও গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় একটি বড় সাপ এসে তাঁর পা পেঁচিয়ে ধরে। সে সাপটিকে তিনি কামড় মারার সুযোগ দেননি। এর আগেই এমন জোরে পা ঝাড়া মারেন যে, ছয় সাত হাত দূরের একটি গাছে গিয়ে সাপটি ধাক্কা খেয়ে সেখানেই আধমরা হয়ে যায়। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও এ ঘটনাটি ছাত্রদের সামনে বলে গর্ববোধ করতেন। তিনি বলতেন, তোমরা হলে তো 'মা গো' 'বাবা গো' বলে চিৎকার মেরে দৌড় দিতে। এর ফাঁকে সাপও তার কাজ সেরে ফেলতো।

মে'রাজ সাহেব ছয় ভাই ও তিন বোনের মাঝে ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁর সবচেয়ে বড় ভাইয়ের নাম ফিরোজুল হক। তিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। মে'রাজুল হক সাহেবের দশ বছরের ছোট জনাব সানাউল হক দিল্লীর হামদর্দ দাওয়াখানায় কর্মরত ছিলেন। অপরাপর ভাই ও দুই বোনও লাহোর চলে যান। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মাদরাসা আমিনিয়া দিল্লীর শায়খুল হাদীস মুফতী মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়া (ওফাত ১৯৭৫) মে'রাজ সাহেবের আপন ভগ্নিপতি ছিলেন।[২]

মাওলানা মে'রাজুল হকের যে বোনের বিবাহ হয় মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়ার সঙ্গে সে বোনের নাম রাজিয়া খাতুন। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁর তিন পুত্র ও তিন কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কন্যার নাম আয়েশা খাতুন। হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী তাইয়েব রহ.-এর দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা আসলাম সাহেবের সঙ্গে যার বিবাহ হয়।

শিক্ষাজীবন

মাওলানা মে'রাজুল হকের যখন লেখাপড়ায় সবেমাত্র হাতেখড়ি, তখন তাঁর পিতা জনাব নূরুল হক পাঞ্জাবের বারনালাহ নামক স্থানে কর্মরত ছিলেন। এখানেই এক প্রাইমারি স্কুলে তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন। এরপর জনাব নূরুল হক পাঞ্জাব থেকে দেওবন্দ চলে আসেন। সপরিবারে সকলে দেওবন্দ চলে আসলে তাঁকে দেওবন্দ মিড্‌ল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। এ স্কুলটি দেওবন্দ থানার পাশে অবস্থিত।

এরপর জনাব নূরুল হক মাওলানা মে'রাজুল হককে দারুল উলুম দেওবন্দের দীনিয়াত বিভাগে ভর্তি করিয়ে দেন। এখানে তিনি হযরত মাওলানা মুফতী শফী দেওবন্দী রহ.-এর পিতা মাওলানা ইয়াসীন দেওবন্দী রহ.-এর নিকট উর্দু, ফারসী ও আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক কিতাবাদি পড়েন।

এরপর জনাব নূরুল হক সাহারানপুরের এক ফ্যাক্টরিতে সুপার ভাইজার পদে যোগদান করেন। তাই মাওলান মে'রাজ হিজরী ১৩৪৫ সনের মাঝামাঝিতে দেওবন্দ থেকে সাহারানপুর চলে যান। তিনি সেখানের মাদরাসা মাজাহেরুল উলুমে ভর্তি হন। এ মাদরাসায় তিনি প্রায় পাঁচ বছর একটানা পড়াশুনা করেন।

---

[২]. নূর আলম খলীল আমিনী, পাছে মুরগ যিন্দা, পৃ. ২৪৮

এখানে তিনি যেসব কিতাব পড়েন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১. নূরুল ঈযাহ, ২. কাফিয়া, ৩. তাহযীব, ৪. শরহে তাহযীব, ৫. উসূলুশ শাশী, ৬. কুদূরী, ৭. শরহে জামী, ৮. নফহাতুল ইয়ামান, ৯. নূরুল আনওয়ার, ১০. কানযুদ্দাকায়েক, ১১. মাকামাতে হারীরী, ১২. শরহে বেকায়া, ১৩. মুনাজারায়ে রশীদিয়া ইত্যাদি।

মাওলানা মে'রাজুল হক হিজরী ১৩৪৯ (মুতাবিক ১৯৩০)-এর রবিউস সানী মাসে দ্বিতীয় বার দারুল উলুম দেওবন্দে এসে ভর্তি হন। দারুল উলুমে প্রথম বছর তিনি হেদায়া আউয়ালাইন, হুসামী, মুখতাসারুল মাআনী ইত্যাদি পড়েন। দ্বিতীয় বছর পড়েন হেদায়া আখেরাইন, জালালাইন শরীফ ও মিশকাত শরীফ ইত্যাদি।

তৃতীয় বছর সিহাহ সিত্তাহ ও হাদীসের অন্যান্য প্রসিদ্ধ কিতাব কৃতিত্বের সঙ্গে পড়ে হিজরী ১৩৫১ মুতাবিক ১৯৩২ সনে তিনি দারুল উলুম থেকে ফারেগ হন। এরপর দারুল উলুমের ওসতাদদের তত্ত্বাবধানে আরও এক বছর তিনি ইলমে ফিক্‌হ ও ইলমে আকাইদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।

মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। আল্লাহ প্রদত্ত এ বিশেষ নেয়ামতের সঙ্গে মিশেছিল তাঁর কঠোর শ্রম ও অক্লান্ত সাধনা। তিনি সর্বদা পড়াশুনায় মশগুল থাকতেন। কখনও তিনি সহপাঠীদের সাথে গল্পগুজব বা অর্থহীন কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করতেন না।

দারুল উলুমের পুরাতন ফাইলে বিদ্যমান তাঁর পরীক্ষার ফলাফল দেখলে অবাক হতে হয়। প্রতি পরীক্ষায়ই চমক লাগানোর মত নম্বর পেয়ে তিনি উত্তীর্ণ হতেন।

পড়াশুনায় ভালো হওয়ার পাশাপাশি তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও আদব-আখলাক ছিল উন্নত পর্যায়ের। এ কারণে সকল ওসতাদের কাছেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত আদরণীয়।

দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র জীবনে যেসব যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীর কাছে তিনি পড়ালেখা করার সুযোগ পান তাঁদের মধ্যে কুতবুল আলম শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ., শায়খুল আদব ওয়াল ফিক্‌হ মাওলানা এ'যায আলী আমরূহী রহ., আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াবী রহ., হাকীমুল ইসলাম মাওলানা ক্বারী তাইয়েব রহ., মাওলানা মুবারক আলী (সাবেক নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ), মাওলানা আবদুস সামী রহ., মাওলানা আসগর হোসাইন রহ., মাওলানা সহূল আহমদ

রহ. ও মাওলানা রাসূল খান সারহাদী রহ. উল্লেখযোগ্য। যাদের প্রত্যেকেই ছিলেন খ্যাতনামা আলেম, যুগের অন্যতমশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ওলীয়ে কামেল।

মাওলানা মে'রাজুল হক দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পর পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতেও অধ্যয়ন করেন। সেখানেও তিনি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেন।

কর্মজীবন

মাওলানা মে'রাজুল হক শিক্ষাজীবন শেষ করার পর আকাবির ও আসলাফের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিক্ষকতার পথ বেছে নেন। পড়ালেখা শেষ করে প্রথমেই তিনি মুম্বাই যাকারিয়া স্ট্রিট-এর মাদরাসা হাশিমিয়ায় শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৩৫৩ হিজরী মুতাবিক ১৯৩৪ সন থেকে তিনি এখানে দরস দিতে শুরু করেন।

এ প্রতিষ্ঠানেই তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয়। তিনি একান্ত নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন।

দিল্লী জামেয়া মিল্লিয়ার ভূতপূর্ব প্রফেসর রাজনীতিবিদ জনাব ইবরাহীম ফিকরী এখানেই তাঁর কাছে পড়েছেন। ইবরাহীম ফিকরীর তখন বয়স ছিল বারো তেরো বছর। তিনি এ মাদরাসায় মে'রাজ সাহেবের নিকট আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়েন।

মে'রাজুল হক সাহেব এ প্রতিষ্ঠানে পাঁচ বছর থাকার পর দারুল উলুমের আসাতিযায়ে কেরামের পরামর্শে দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ দীনী দরসগাহ মাদরাসা দীনিয়া রাওজাতাইন গুলবারগায় মুহতামিম পদে যোগদান করেন।

এখানে মুহতামিমের পাশাপাশি সদরুল মুদাররিসীনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তাঁর কাঁধে অর্পিত ছিল। এ দুই পদের যাবতীয় দায়িত্ব অত্যন্ত নিপুণভাবে তিনি সম্পন্ন করতেন।

দিনে দিনে তাঁর সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দারুল উলুম দেওবন্দের ওসতাদদের কানেও তাঁর যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার খ্যাতি পৌছে যায়।

কিছুদিন পর দারুল উলুম দেওবন্দের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা মে'রাজুল হককে দারুল উলুমে শিক্ষক পদের জন্য মনোনীত করেন। এ মর্মে তাঁকে অবগত করা হলে তিনি তাতে সম্মত হন।

হিজরী ১৩৬২ মুতাবিক ১৯৪৩ সনে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের ওসতাদরূপে যোগদান করেন। এ সময় থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দারুল উলুমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

তিনি নিজের জাগতিক উন্নতির উচ্চাভিলাষ ও অর্থলোভ বিসর্জন দিয়ে একমাত্র দারুল উলুমের উন্নতি অগ্রগতির পেছনে তাঁর বাকি জীবন ওয়াক্‌ফ করে দেন।

মাওলানা মে'রাজুল হকের যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মতৎপরতায় মুগ্ধ হয়ে দারুল উলুমের ওসতাদগণ কিছুদিন পর, শিক্ষকতার পাশাপাশি নায়িবে মুহতামিম পদে তাঁকে নিয়োগ দান করেন। সে সময় দারুল উলুমের মুহতামিম ছিলেন হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী তাইয়েব রহ.।

মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. দারুল উলুমের নায়িবে মুহতামিম হিসাবে যোগদান করেন হিজরী ১৩৮২ মুতাবিক ১৯৬২ সনে। দীর্ঘ প্রায় এগারো বছর যাবৎ তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর সঙ্গে এ গুরু দায়িত্বভার আঞ্জাম দেন। হাকীমুল ইসলাম মাওলানা ক্বারী তাইয়েব ও মাওলানা মে'রাজুল হকের যৌথ প্রচেষ্টায় দারুল উলুম সুনাম সুখ্যাতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করে। এ বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় অভাব অভিযোগ, সমস্যা সঙ্কট এ দুই চিন্তাশীল ও দায়িত্ববান মনীষীর যুগপৎ প্রচেষ্টায় অতি সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হতো।

বিবাহ

মাওলানা মে'রাজুল হকের কর্মজীবনের শুরুর দিকের কথা। তাঁর পিতা জনাব নূরুল হক তাঁর এক খালাতো বোনের সঙ্গে তাঁর বিবাহের সিদ্ধান্ত করেন। বিবাহের নির্ধারিত তারিখের আট দিন পূর্বে তাঁর সে খালাতো বোনের আকস্মিক ইনতেকাল হয়। এ দুর্ঘটনায় তাঁর হৃদয় দারুণভাবে আহত হয়। তিনি বিবাহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন।

তিনি জীবনে আর বিবাহে আবদ্ধ হননি। গোটা জীবন নিঃসঙ্গ কাটিয়ে দেন। তাঁর কাছে বহু জায়গা থেকে বিভিন্নভাবে বিবাহের প্রস্তাব আসে। সব প্রস্তাবই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমনকি, হাকীমুল ইসলাম হযরত ক্বারী তাইয়েব রহ.-এর এক কন্যার ব্যাপারেও প্রস্তাব আসে। তাতেও তিনি সম্মত হননি।

বায়আত

ওলামায়ে দেওবন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা ইলমে দীন অর্জনের পাশাপাশি আত্মিক উৎকর্ষেরও সাধনা চালিয়ে যান। তাঁরা বাহ্যিকভাবে ইল্‌মচর্চায় নিয়োজিত থাকার সঙ্গে সঙ্গে একান্ত নিভৃতে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বান্দার এ সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একে বলা হয় আধ্যাত্মিক সাধনা। আরবীতে বলা হয় তরীকত তাসাওউফ বা এহসান।

তাসাওউফ বা এহসান শরীয়তের বাইরের কোন জিনিস নয়, বরং শরীয়তের পরিপূরক। শরীয়তের বিধিবিধানের উপর আমল করার ক্ষেত্রে যে এখলাস বা একনিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় তাকেই এহসান বলা হয়। পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় এহসান শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন,

بَلٰى * مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ.

বরং যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের সঙ্গে মাথা নত করে আর সে নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণও হয়, তার জন্য তার রবের নিকট রয়েছে পুরস্কার।–বাকারা : ১১২

অন্য জায়গায় এরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ.

নিষ্ঠাবান হয়ে যে আল্লাহর সামনে মাথা নত করে (সে তো সুদৃঢ় রজ্জু আকড়ে ধরল)।–লুকমান : ২২

বিখ্যাত হাদীসে জিবরাইলে রয়েছে,

قَالَ : فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ. قَالَ : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ. فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ.

হযরত জিবরাঈল আ. বলেন, বলুন, এহসান কাকে বলে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এরূপ মনোভাব নিয়ে আল্লাহর এবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ। কেননা তুমি তাঁকে সরাসরি না দেখলেও তিনি তো তোমাকে অবশ্যই সরাসরি দেখছেন।[১]

শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য কুরআন ও হাদীসের ইল্‌ম অর্জন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ ইলমের মাধ্যমে ইনসানে কামেল হয়ে আল্লাহ

[১]. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ১

তাআলার প্রিয়ভাজন বান্দায় পরিণত হওয়া। ইল্‌ম সরাসরি অনুভব অনুভূতির পর্যায়ে উন্নীত হলেই আমলের স্বাদ অনুভব হয়।

একজন মানুষ যখন ঈমান ও একীনের সাধারণ স্তর অতিক্রম করে উচ্চতম স্তরে উপনীত হয় তখন তার ঈমানের অদৃশ্য ধারণাগুলো প্রত্যক্ষ অস্তিত্ববান বলে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়। মানুষের এরূপ প্রত্যক্ষ বদ্ধমূল বিশ্বাসকেই এহসান বলা হয়। যেরূপ একজন বিজ্ঞানী কোন বস্তু নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ বিরামহীন গবেষণা চালিয়ে এক পর্যায়ে অভূতপূর্ব এক সত্য আবিষ্কার করেন। তখন তার এ নব উদ্ভাবিত তথ্যের প্রতি একীন সরাসরি দেখা ও শোনা বিষয় থেকেও উর্ধ্বের হয়। মনোজগতের এরূপ উন্নয়ন ও উৎকর্ষের প্রভাবেই বান্দা আল্লাহ তাআলার ঘনিষ্ঠতম হয়।

সারকথা, নেক আমল দ্বারা আকীদা দৃঢ়তর হয়। এর উপরই এহসানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-ই মানবআত্মার প্রকৃত উন্নয়ন।

মাওলানা মে'রাজুল হক শরঈ ইলমে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি এহসান ও তরীকতেও শীর্ষস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. ছিলেন সমকালীন যুগের অন্যতমশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁর প্রথম সারির অন্যতম বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন মাওলানা ওসী উল্লাহ রহ.।

মাওলানা মে'রাজুল হক ওসী উল্লাহ রহ.-এর কাছে বায়আত হয়েছিলেন। মাওলানা ওসী উল্লাহ রহ. হাদীস তাফসীর ও ফিকহে অগাধ ইলমের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি রূহানী জগতেরও একজন উঁচুদরের সাধক ছিলেন। সমকালীন ওলামায়ে কেরাম তাঁকে মুসলিহুল উম্মত খেতাবে ভূষিত করেন।

মাওলানা ওসী উল্লাহ রহ. ভারতের আজমগড় জেলার ফাতেহপুরে জন্মলাভ করেন। কর্মজীবনের শুরুতে কিছুদিন ফাতেহপুরই থাকেন। তিনি ১৩৭৫ হিজরীর সাতই রমযান ফাতেহপুর থেকে গোরক্ষপুর তাশরীফ আনেন। এখানে দেড় বছর থাকার পর হিজরী ১৩৭৭ সনের দোসরা রবিউস সানী তিনি এলাহাবাদ চলে আসেন। বাকি জীবন তিনি এখানেই কাটান।[১]

এ এলাহাবাদের খানকায় মাওলানা মে'রাজুল হক উনিশ শ চৌষট্টি পঁয়ষট্টির দিকে তাঁর সান্নিধ্যে এসে বায়আত হন এবং আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করেন।

[১]. মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, পুরানে চেরাগ, ১ : ১৬৭

মাওলানা ওসী উল্লাহ রহ. ১৯৬৭ সনের পঁচিশে নভেম্বর মুতাবিক ১৩৮৭ হিজরীর বাইশে শাবান হজের সফরে পানির জাহাজে ইনতেকাল করেন।[১] হযরতের এলাহাবাদের খানকাহ থেকে ১৯৬৩ থেকে ১৯৮৯ সন পর্যন্ত মা'রেফতে হক নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সন থেকে মাওলানা ক্বারী মুবীন রহ.-এর তত্ত্বাবধানে এ খানকাহ থেকেই ওসিয়্যাতুল ইরফান নামে আরও একটি মাসিক পত্রিকা চালু হয়। এ পত্রিকাগুলোতে হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এবং হযরত মুসলিহুল উম্মতের অনেক বয়ান, উপদেশ ও মালফূজাত ছাপা হতো।[২] মাওলানা মে'রাজুল হক ছিলেন ইল্‌ম ও আমলের তত্ত্বমূলক আলোচনা সমৃদ্ধ এই মাসিক পত্রিকা দুটির আগ্রহী পাঠক।

দারুল উলুমের সদরুল মুদাররিসীন পদে

দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শূরার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাওলানা মে'রাজুল হক হিজরী ১৪০২ মুতাবিক ১৯৮২ সনে এ প্রতিষ্ঠানের সদরুল মুদাররিসীন পদে নিযুক্ত হন।

দারুল উলুমের এই গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে সর্বদা এমন সব ক্ষণজন্মা মনীষীই সমাসীন হয়েছেন, যারা ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে তাকওয়া তাহারাত ও খোদাভীতিতে ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ। ইলম পিপাসু চাতকেরা এসে তাঁদের কাছ থেকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জ্ঞানই অর্জন করতো।[৩]

যেসব জগদ্বিখ্যাত মনীষী এ পদে আসীন হয়েছেন, তাঁরা হলেন :

মাওলানা ইয়াকূব নানুতবী রহ. ১২৮৩ হিজরী মুতাবিক ১৮৬৬ থেকে ১৩০২ মুতাবিক ১৮৮৪ পর্যন্ত।

মাওলানা সাইয়েদ আহমদ দেহলবী রহ. ১৩০২ মুতাবিক ১৮৮৪ থেকে ১৩০৮ মুতাবিক ১৮৯০ পর্যন্ত।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান হিজরী ১৩০৮ মুতাবিক ১৮৯০ থেকে ১৩৩৯ হি. মুতাবিক ১৯২১ পর্যন্ত।

---

১. মাওলানা কামারুয যামান, তাযকিরায়ে মুসলিহুল উম্মত, ১ : ২৪৩

২. তাযকিরায়ে মুসলিহুল উম্মত, ১: ৪৫-৪৬

৩. সাইয়েদ মাহবুব রিজবী, তারীখে দারুল উলুম, ২ : ১৭১

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. হিজরী ১৩৩৩ মুতাবিক ১৯১৫ সনে হজের সফরে মক্কা শরীফ গেলে বৃটিশের অনুগত সরকার তাঁকে বন্দী করে মাল্টার কারাগারে পাঠায়। এ সময় হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী ভারপ্রাপ্ত সদরুল মুদাররিসীন নিযুক্ত হন।

হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী রহ. ১৩৩৯ হি. মুতাবিক ১৯২১ থেকে ১৩৪৬ মুতাবিক ১৯২৭ পর্যন্ত।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. ১৩৪৬ হি. মুতাবিক ১৯২৭ থেকে ১৩৭৭ হি. মুতাবিক ১৯৫৭ সন পর্যন্ত।

হযরত মাওলানা ইয়া'কূব নানুতবী রহ. থেকে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. পর্যন্ত সদরুল মুদাররিসীনের উপরই ন্যস্ত ছিল বুখারী শরীফের দরস দেওয়া।

হযরত মাদানী রহ.-এর পর যেহেতু এরূপ বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া গেল না, অপর দিকে উত্তরোত্তর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিক্ষা বিভাগের কাজকর্মও বেড়ে যায়, তাই দারুল উলুমের মজলিসে শুরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এখন থেকে শায়খুল হাদীস নামে নতুন একটি পদ খোলা হবে। এ পদে আসীন ওসতাদের কাজ হবে শুধু বুখারী শরীফের দরস দেওয়া। আর যিনি সদর মুদাররিস হবেন তাঁর দায়িত্ব থাকবে শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় বিষয় আঞ্জাম দেওয়া।

সে হিসাবে কুতবুল আলম হযরত মাদানীর পর শায়খুল হাদীস পদে যোগদান করেন হযরত মাওলানা সাইয়েদ ফখরুদ্দীন আহমদ মুরাদাবাদী রহ.। আর সদরুল মুদাররিসীনের আসন অলঙ্কৃত করেন হযরত আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াবী রহ.।

আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াবী রহ. দীর্ঘ দশ বছর সদর মুদাররিস পদে থাকার পর হিজরী ১৩৮৭ সনের চব্বিশে রমযান মুতাবিক ১৯৬৭ সনের সাতাশে ডিসেম্বর ইনতেকাল করেন।

এরপর শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেবের উপরই দায়িত্ব দুইটি অর্পণ করা হয়। ওলামায়ে দেওবন্দের মাঝে দুইজন ব্যক্তি শায়খুল হাদীস নামে সর্বসাধারণে মশহুর ছিলেন। একজন শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ., অপরজন শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী রহ.।

হিজরী ১৩৯২ মুতাবিক ১৯৭২ সনে মাওলানা ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদীর ইনতেকাল হলে সদরুল মুদাররিসীনের পদ অলঙ্কৃত করেন মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ.।

হিজরী ১৩৯২ সনে বুখারী শরীফের দরস দিয়েছেন চারজন। দুইমাস হযরত ফখরুদ্দীন মুরাদাবাদী রহ., এক সপ্তাহ হযরত ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ. ও এক সপ্তাহ সম্মানিত মুহতামিম হযরত মাওলানা ক্বারী তাইয়েব রহ.। এরপর হযরত মাওলানা শরীফুল হাসান রহ.। তিনিই স্থায়ীভাবে শায়খুল হাদীস পদে নিয়োগ লাভ করেন।

হিজরী ১৩৯৭ সনের চৌদ্দ ও পনেরো জমাদিউস সানীর মধ্যবর্তী রাতে প্রায় আটান্ন বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়।[১] এরপর শায়খুল হাদীস পদ অলঙ্কৃত করেন হযরত মাওলানা নাসীর খান রহ.।

১৪০০ হি. মুতাবিক ১৯৮০ সনে মাওলানা ফখরুল হাসান মুরাদাবাদী রহ. ইনতেকাল করেন। এরপর সদর মুদাররিস পদে অধিষ্ঠিত হন হযরত মাওলানা মে'রাজুল হক রহ.। তখন শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে তিনিই এ পদের জন্য যোগ্যতর ছিলেন। মে'রাজ সাহেব ওফাত পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দশ বছর এ পদে সমাসীন ছিলেন। এ সময় অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে তিনি শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় বিষয় সম্পন্ন করেছেন।

মাওলানা মে'রাজুল হক দারুল উলুমের শিক্ষা বিভাগকে সুন্দরভাবে ঢেলে সাজিয়ে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার সাক্ষর রাখেন। তাঁর উদ্যোগেই দারুল উলুমে মুঈনুল মুদাররিসীন নামে শিক্ষক প্রশিক্ষণমূলক একটি বিভাগ খোলা হয়। তিনি দারুল উলুমের পরীক্ষা পদ্ধতিও সংস্কার করেন।

এ ছাড়া যুগের চাহিদা অনুসারে তিনি সময়ে সময়ে আরও বহু গঠনমূলক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। দারুল উলুমের ফাইলে যা বিদ্যমান রয়েছে। এসব কাজ তাঁর অক্ষয় কীর্তি হিসাবে ভাস্বর থাকবে। এসব কীর্তি দ্বারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মহৎ কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত হতে থাকবে।

মে'রাজুল হক সাহেবের ওফাতের পর দারুল উলুমের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা নাসীর খানকে এ পদে অধিষ্ঠিত করেন।

---

১. তারীখে দারুল উলুম, ২: ২১৯

হজ

হযরত মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. তিনবার হজ আদায় করেন।

প্রথমবার আদায় করেন হযরত আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াবীর সঙ্গে হিজরী ১৩৩৮ মুতাবিক ১৯৫৮ সনে।

দ্বিতীয়বার আদায় করেন হিজরী ১৩৯৮ সনে। তিনি তৃতীয়বার হজ আদায় করেন ১৪০২ হি. সনে। এ বছর হজের সফরের জন্য তিনি জিলকদ, জিলহজ ও পরবর্তী মহররম মাসেরও ছুটি নিয়েছিলেন।

শেষ দিনগুলি

মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতেন। শারীরিক অসুস্থতায় তিনি ওষুধ সেবন করতে চাইতেন না। বরং খাদ্যদ্রব্য নির্বাচনের মাধ্যমে সুস্থতা অর্জনের চেষ্টা করতেন।

১৪১০ হিজরীর শা'বান মাসে তিনি লাগাতার আটাশ দিন জ্বর ও আমাশয়ে ভোগেন। তাঁর ছোট ভাই জনাব সানাউল হক তাঁকে চিকিৎসার জন্য দিল্লী নিয়ে যান। মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. সাধারণত ইউনানী হাকিমী পদ্ধতির চিকিৎসা নিতেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর অসুখ ভালো হচ্ছে না দেখে তাঁর ছোট ভাই তাঁকে এলোপেথিক চিকিৎসা নিতে অনুরোধ করেন। ছোট ভাই-এর অনুরোধে তিনি তাতে সম্মত হন। এলোপেথিক চিকিৎসার মাধ্যমে মাস দেড়েকের ভেতর তিনি সুস্থ হন। সুস্থ হওয়ার পর জীকা'দাহ মাসের শেষের দিকে তিনি দিল্লী থেকে দেওবন্দ আসেন। প্রায় মাস খানেক পর পুনরায় পূর্বের মত দরস তাদরীসের কাজ শুরু করেন।

কিছুদিন পর তাঁর পেটে অসুখ হতে থাকে। তাঁর পাকস্থলী দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি তৈলাক্ত ও ঝালযুক্ত খাবার বিন্দুমাত্রও সইতে পারতেন না।

এ সময় দারুল উলুমের ওসতাদ মাওলানা নূর আলম খলীল আমিনী তাঁর জন্য কোন পছন্দের খাবার পাঠিয়ে দিতে চাইলে তিনি বলেন, পাঠাতে পারেন। তবে মরিচ যেন না থাকে। এরপর চিনির কৌটা থেকে এক কণা চিনি হাতে নিয়ে বলেন, এতটুকু মরিচও আমার পেটে গোলমাল বাধিয়ে দেয়।[১]

এ অসুখ থেকে তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হননি। হাকীম ডাক্তার সবাই পরীক্ষা করে বলতেন, তাঁর শরীরে কোন রোগ নেই। তবে তারা এ কথা বলতে পারতেন

---

১. মাওলানা নূর আলম খলীল আমিনী, পাসে মুরগ যিন্দা, পৃ. ২৫৩

না যে, তাঁর খাবার কেন হজম হয় না।

এক পর্যায়ে তাঁর শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। দিনের পর দিন তিনি শুকিয়ে যেতে লাগলেন। সারা শরীরে হাড্ডির উপর শুধু চামড়া জুড়ে রইল।

এ সময় তাঁর কথাবার্তায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হতো, তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। ওফাতের কয়েক মাস পূর্বের কথা। এক ছাত্র তাঁর জন্য জামার কাপড় হাদিয়া নিয়ে এল। তিনি কাতরকণ্ঠে বলেন, আমি এখন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর তুমি এসেছ জামার কাপড় নিয়ে।[১]

শয্যাশায়ী রোগীর কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনে কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারতো না। সকলের হৃদয়ে বিদ্ধ হতো এরূপ কথা।

এ অসুখে পড়ে তিনি অধিক হারে আকাবির ও আসলাফের আলোচনা করতেন। তাদের সারিতে আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে চোখে অঙ্গুলি দিয়ে পার্থক্য দেখাতেন।

তিনি বলতেন, কোথায় তাঁরা, আর কোথায় আমরা। কোন মুখে নিজেদেরকে তাঁদের উত্তরসূরি বলে পরিচয় দিচ্ছি? এগুলো বলে তিনি কান্না শুরু করতেন।

এখনো নতুন দিগন্ত পানে আঁখি তার উৎসুক;
নতুন দিনের আগ্রহ তার শিরায় স্পন্দমান!

মাওলানা আতীক আহমদ বস্তবী এ অসুখের সময় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। আতীক সাহেবের বর্ণনা, হযরত মাওলানা মে'রাজুল হক দীর্ঘক্ষণ যাবৎ দারুল উলুমের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। আকাবির ওলামায়ে কেরামের কাজকর্মের সঙ্গে আমাদের চালচলনের গরমিল দেখিয়ে বড় বেদনাহত হন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ের অতল থেকে একরাশ বাষ্প উদগীরণ করে আবৃত্তি করলেন কবি মির্যা মোহাম্মদ রফী সওদার লিখিত দুটি কাব্যশ্লোক :

سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہکن * بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا
کس منہ سے پھر تو آپ کو کہتا ہے عشق باز * اے روسیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا

হে সওদা! প্রেমের প্রতিযোগিতায় শিরির সাথে পাহাড় খননকারী ফরহাদ যদিও জয়ী হতে পারেনি, আত্মবিসর্জন তো করতে পেরেছে।

তুমি কোন মুখে নিজেকে প্রেমিক বলে দাবি কর হে মুখপোড়া, তোমার দ্বারা তো এও হলো না।

হিজরী চৌদ্দ শ এগারো সন হযরতের অসুস্থতায় কাটে। এতদসত্ত্বেও ফাঁকে ফাঁকে তিনি দরস দিয়েছেন। তাঁর দায়িত্বে ছিল হামাসা, সাবআয়ে মুআল্লাকা ও হেদায়া আখেরাইন। জমাদিউস সানীর মধ্যেই তিনি নেসাব পূর্ণ করেন। সালানা এমতেহানে পরীক্ষার হলেও তিনি গিয়েছিলেন। ১২ শাবান পরীক্ষা শেষ হয়।

পরীক্ষার পর থেকে রমযানের চার তারিখ পর্যন্ত তিনি দেওবন্দে ছিলেন। এরপর পুনরায় তাঁকে সুচিকিৎসার জন্য দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। শাওয়ালের দশ বারো তারিখ তিনি পুনরায় দেওবন্দ আসেন। অসুস্থ হযরতের কষ্টের কথা চিন্তা করে দারুল উলুমের সম্মানিত মুহতামিম তাঁকে তাঁর কামরা থেকে মেহমানখানায় নিয়ে আসেন। মেহমানখানা থেকে কুরবানীর এক সপ্তাহ আগে তিনি আবার কামরায় চলে আসেন। তিনি কুরবানীর ঈদের সালাত আদায় করার জন্য দুইজন ছাত্রের সহযোগিতায় নিজ কামরা থেকে দারুল উলুম মসজিদের দ্বিতীয় তলায় আসেন। সামনের কাতারে ঈদের সালাত আদায় করেন।[১]

হযরতের সান্নিধ্যে

হিজরী ১৪১১ সন। এ বছর রমযানের শুরুতে দারুল উলুম দেওবন্দ যাই। আমরা ঢাকার মালিবাগ মাদরাসা থেকে একসঙ্গে যাই পাঁচজন। জামেয়া মাযহারুল উলুম মিরপুরের প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস এবং ধানমন্ডি সাত নম্বরে অবস্থিত মসজিদুত তাকওয়ার খতীব মাওলানা লোকমান হোসাইন মাযহারী, মতিঝিল পীরজঙ্গী মাযার মাদরাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুল আখির, পীরজঙ্গী মাযার মাদরাসার ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস ও বর্তমানে ঢাকার কেরানিগঞ্জের এক মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম বাড্ডার মাওলানা জামালুদ্দীন, সিলেট বিয়ানী বাজারের মাওলানা আজীমুদ্দীন ও আমি। ছয়মাস আগ থেকে প্রোগ্রাম হয় আমাদেরকে দেওবন্দ নিয়ে যাবেন আমাদের বড় হুজুর ওসতাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ রহ.।

হুজুরের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। এমনকি, ভিসাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন রকম। রওয়ানা হওয়ার কয়েক দিন পূর্বে বড় হুজুর

[১]. বুরহানুদ্দীন সম্ভলী, দৈনিক কওমী আওয়াজ, পৃ. ৩, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১

[১]. পাসে মুরগ যিন্দা, পৃ. ২৫৩

হঠাৎ জটিলভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর দেওবন্দ যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়। আমরাই পর্যায়ক্রমে হাসপাতালে হযরতের সঙ্গে ছিলাম। তিনি একদিন হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে বলেন, আমি তোমাদের নিয়ে দেওবন্দ যেতে পারছি না। অথচ এ নিয়ে কত কথা, কত প্রোগ্রাম করলাম। আমরা প্রোগ্রাম করছিলাম, এভাবে এভাবে যাব, কলিকাতায় মাওলানা তাহের সাহেবের মাদরাসায় থাকব, দেওবন্দে এতদিন অবস্থান করব, হযরত মাদানীর সঙ্গে এতেকাফ করব, আল্লাহ তখন হাসছিলেন।

অবশেষে আমরা পাঁচজন রমযানের ছয় সাত তারিখে দেওবন্দে পৌঁছি। রমযান মাস দারুল উলুমের রওয়াকে খালেদের দ্বিতীয় তলায় অবস্থান করে দাখেলা এমতেহানের প্রস্তুতি নিতে থাকি। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের পাঁচজনেরই দাখেলা হয়। ওসতাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা আরশাদ মাদানী দামাত বারাকাতুহুম আমাদেরকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করে খাইয়েছিলেন।

জী কা'দাহ মাসের শুরুতে আব্বার একটি চিঠি পাই। চিঠিতে পড়ালেখার নিয়মাবলী, নিয়মিত মাকবারায়ে কাসিমীর যিয়ারত ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়সহ বহু মূল্যবান নসীহত উপদেশ ছিল।

সর্বশেষে আব্বা লিখেছেন, মাওলানা মে'রাজুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে আমার সালাম জানাবে। এত দিনের দীর্ঘ ব্যবধানে তিনি হয়তো আমাকে চিনবেন না। তবুও তুমি আমার সালাম জানাবে। দারুল উলুমে আমার ওসতাদদের ভেতর এখন তিনিই শুধু আছেন।

আব্বার চিঠি পাওয়ার পর পুরাতন ছাত্রদের কাছ থেকে জানতে পারি, হযরত এখন খুবই অসুস্থ। নিজ রুমের পরিবর্তে মেহমানখানার একটি কামরায় অবস্থান করছেন।

কয়েকদিন পর গেলাম মেহমানখানায়। হযরতের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে সালাম দিলাম। কিছুক্ষণ পর দুয়ার খুলে ভেতরে ঢুকলাম। হযরত হাতের ইশারায় বসতে বললেন। বসে মুসাফাহা করলাম। তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোন জায়গার বাসিন্দা, আমার কী নাম? আমি আমার পরিচয় দিলাম। এরপর বললাম, আমার আব্বা আপনার ছাত্র। তিনি পত্রযোগে আপনার কাছে সালাম জানিয়েছেন।

হযরত সালামের জওয়াব দিলেন। এরপর বললেন, তোমার বাবার নাম কী? তিনি কত সনে এখানে পড়েছেন? বললাম, আশরাফ উদ্দীন আহমদ। তিনি উনিশ শ ছেচল্লিশ সনে এখানে দাওরা পড়েছেন।

হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী, হযরত সালেম কাসেমী ও কলিকাতার মাওলানা তাহের দামাত বারাকাতুহুম আব্বার সহপাঠী। তিনি মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, মাশাআল্লাহ, আচ্ছী বাত হায়।

এরপর তিনি উপদেশমূলক বিভিন্ন বিষয়ে আরও কিছু কথা বলেন।

ওফাত

ফিকরে শাহ ওলী উল্লাহর তরজুমান, শরীয়ত ও তরীকতের পাসবান, গুলশানে কাসেমীর বাগবান, উলুমে জাহিরী ও বাতিনীর আমীন, শায়খুল আদব ওয়াল ফিকহের জানেশীন, দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল মুদাররিসীন হযরত আল্লামা মে'রাজুল হক ৭ সফর ১৪১২ হি. মুতাবিক ১৯৯১ সনের ১৮ আগস্ট রবিবার সকাল সোয়া দশটায় ইনতেকাল করেন।

আমরা তখন ওসতাদে মুহতারাম হযরত নাসির খান সাহেবের দরসে বসা ছিলাম। হযরত কান্না জড়িতকণ্ঠে বলেন, ভাই আভি আভি ইয়ে খবর আগাই কেহ মাওলানা মে'রাজ সাহাব কা ইনতেকাল হো গায়া হ্যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

উষার আকাশ ম্লানিমায় ছায়-আফতাব-জ্যোতি ক্ষীণ
আবছা আবরে অরুণার রাঙা রঞ্জিত ভাতি লীন।

হযরত সংক্ষিপ্ত মুনাজাত শেষে দরসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। দারুল হাদীস থেকে বের হয়ে দেখি, ছাত্রশিক্ষকের ঢল নেমেছে মে'রাজ গেইটের দিকে। দারুল উলুম মসজিদ ও দেওবন্দ জামে মসজিদের মাইক থেকে বারংবার ঘোষণা হলে লাগল এ বেদনাদায়ক সংবাদ। শহরের লোকজন ছুটে আসতে লাগল তাঁকে এক নজর দেখার জন্য।

মে'রাজ গেটের কাছে পৌঁছে ছাত্র-জনতার ভিড়ের সঙ্গে কচ্ছপ গতিতে এগুতে থাকি। অনেক সময় ব্যয় হওয়ার পর অবশেষে পুব পাশের সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠি। হযরতের কামরায় ঢুকে দেখি, তাঁর পাশে আল্লামা মুহাম্মদ হোসাইন বিহারী রহ. বসা। তাঁর দাড়ি বেয়ে চোখের পানি ঝরছে। দীর্ঘদেহী আল্লামা কামারুদ্দীন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখেও পানি। চেহারা মলিন। কতক্ষণ পর পর আল্লামা কামারুদ্দীন দর্শনার্থীদের সম্বোধন করে বলে যাচ্ছেন, 'চলতা চলো ভাই, চলতা চলো।'

জান্নাতের পথিক হযরতের দেহখানি ঢাকা ছিল সাদা চাদর দিয়ে। উজ্জ্বল হাসিমাখা মুখখানি দেখে মনে হল তিনি কত শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন ! আমার

মনের আয়নায় তখন ভেসে উঠল হযরতকে মেহমানখানায় প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেই দিনের স্মৃতি। আমার চোখের পাতাগুলো অশ্রুতে ভিজে গেল। আশপাশের অনেকেই কান্নারত। কেউ সরবে, কেউ নীরবে।

ভিড়ের ধাক্কায় ভেতরে বেশিক্ষণ থাকা গেল না। অপর দরোজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। নিচে নেমে দেখি, দর্শনার্থীর ভিড় আগের চেয়ে অনেক বেশি।

বাদ আসর এহাতায়ে মুলসেরীতে সালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন হযরতের পালিত পুত্র মাওলানা ফুরকান বিজনৌরী। এরপর মাকবারায়ে কাসেমীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

তোমার কর্ম শেষ করে তুমি চলে গেলে,
কোটি কোটি বিমূঢ় জনকে তুমি রেখে গেলে,
তাদের মনের পটে রয়ে গেলো তোমার স্বাক্ষর।

মূল্যায়ন

হযরত মাওলানা মে'রাজুল হক রহ.-এর ইনতেকালের পরদিন দারুল উলুম দেওবন্দের দারুল হাদীসে এক শোকসভা ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে দারুল উলুমের সম্মানিত ওসতাদগণ হযরতের জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

এসব আলোচনায় হযরতের কীর্তি, অবদান, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ফুটে উঠেছে। সে সময়ের সিনিয়র ও অত্যন্ত জনপ্রিয় মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরী বলেন, আজকের এ জলসা এমন পরিবেশে সংঘটিত হচ্ছে যে, দারুল উলুমের সর্বত্র দুঃখ বেদনা ও অস্থিরতার কালো চাদর বিস্তৃত হয়ে আছে। হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশেষ দক্ষতা ছিল, ফিকহে ইসলামী ও প্রাচীন আরবী সাহিত্যে। তিনি দীর্ঘদিন হেদায়া আখেরাইন পড়িয়েছেন। এ কিতাবের প্রতিটি বিষয়ে তিনি অনেক মাহের ছিলেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের সঙ্গে হযরতের অসাধারণ মহব্বত ছিল। তিনি সব বিষয় সঠিকভাবে বিবেচনা ও নির্ণয় করতে পারতেন। তাঁকে বাহ্যিকভাবে যদিও গম্ভীর ও কঠোর মনে হতো, প্রকৃতপক্ষে তিনি খুবই নরম হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। বাহ্যিকভাবে তাঁর মাঝে সিফতে জামালের উপর সিফতে জালাল প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য–

مَنْ رَاٰهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ.

'যে তাঁকে হঠাৎ দেখে সে ভয় পেয়ে যায়, আর যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

মিশে সে তাঁকে মহব্বত করে।'[১]–তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল।

তৎকালীন মুহাদ্দিস বর্তমানে মরহুম হযরত মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনৌরী রহ. বলেন, হযরত মাওলানা মে'রাজুল হক রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাহস ও দৃঢ়তার পাহাড় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বাহাদুর ও বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।[২] -এর প্রতিপাদ্য ছিলেন।

তিনি হযরত শায়খুল আদব রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। বর্তমানে দারুল উলুমে পরীক্ষার হলে বসার যে সুন্দর পদ্ধতি, তা হযরতের মাধ্যমেই শুরু হয়।

অত্যন্ত পেরেশানীর সময়ও তিনি সুস্থির থাকতেন। তিনি কাউকে কখনো কটু কথা বলেননি। কখনো কথা দ্বারা কাউকে আঘাত দেননি। ভদ্র পরিবেশে শুনতে খারাপ লাগে– এ ধরনের কোন শব্দও কখনো কারো জন্য ব্যবহার করতেন না। জীবনে কখনো তিনি হীনম্মন্যতার শিকার হননি। তিনি ছাত্র কম রাখার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বলতেন, সুস্বাদু খাবার ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর।

দারুল উলুমের মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আবদুল খালেক মাদ্রাজী বলেন, হযরত আমাকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। দারে জাদীদের একেবারে দক্ষিণ পাশের গেটের উপরের কামরায় হযরত অবস্থান করতেন। এখানে হযরত দীর্ঘদিন অবস্থান করার কারণে এ গেটকে বলা হয় মে'রাজ গেট। এর সোজা বিপরীত দিকে মদনী গেটের উপরে আমি থাকি। এ দিক থেকে তাঁর সঙ্গে আমার মিল ছিল। হযরতের সঙ্গে আরও এক দিক থেকে আমার মিল রয়েছে।...

দারুল উলুমে হযরত ষোলো বছর নায়েবে মুহতামিম ছিলেন। তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সাফাইয়ে মুআমালাত। লেনদেনে তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ছিলেন। ইশারা ইঙ্গিতে কখনো কারো কাছে সুওয়াল করতেন না। দুনিয়ার কোন বিষয়ের প্রতি তাঁর কখনো আগ্রহ ছিল না। তিনি কখনো হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। ছাত্ররা হাদিয়া দিতে চাইলে তিনি নারাজ হতেন। তিনি সর্বদা শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করতেন। তাঁকে কখনো কোন সগীরা গোনাহ করতেও দেখিনি।

---

১. শামায়িলুন নবী সা., হাদীস ৬
২. সূরা মায়িদা : ৫৪

হযরত মাওলানা মে'রাজুল হকের পালিত পুত্র বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মাওলানা ফুরকানুদ্দীন বিজনৌরী বলেন, শায়খ মে'রাজুল হক রহ. আবেদ যাহেদ ও আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত বান্দা ছিলেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে আল্লাহর ভয়ে কান্না করতেন।

তিনি অনেক চিন্তাফিকির করতেন। তাঁর চিন্তাফিকির ও অস্থিরতা ছিল শুধু দারুল উলুম ও দারুল উলুমের ছাত্রদের জন্য। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।

বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আবদুস সামী গোনডবী বলেন, হযরত মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. শানশওকত, মানমর্যাদা, গাম্ভীর্য, আখলাক ও চরিত্র, ইল্‌ম ও আমলে শায়খুল আদব ওয়াল ফিক্‌হ হযরত মাওলানা এ'যায আলী রহ.-এর পরিপূর্ণ স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।

ইলমে আদব ও ইলমে ফিকহে তাঁরও বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনিও জাহিলী যুগের আরবী কবিতা ও প্রাচীন আরবী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হযরত শায়খুল আদবের ন্যায় তিনিও যেদিক দিয়ে যেতেন ছাত্ররা ছুটে পালাতো।

দারুল উলুমের প্রবীণ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ হোসাইন বিহারী (ওফাত ১২ জানুয়ারী ১৯৯২) ছাত্রদের সঙ্গে বলেন, মাওলানা মে'রাজ সাহেব দারুল উলুম থেকে আমার পর ফারেগ হয়েছেন। তবে দারুল উলুমে শিক্ষক হিসাবে তাঁর নিয়োগ আমার আগে হয়েছে।

তিনি খুবই খোশ মেজাজের ছিলেন। পড়ার যমানায় আমরা উভয়ে একসঙ্গে চলতাম। আসরের পর এখান থেকে কাসেমপুরা পর্যন্ত ঘুরতে যেতাম। দৌড়াদৌড়ি করতাম। বাগানে ঢুকে গাছের ডালায় ঝুলতাম। দারুল উলুমের শিক্ষকতার জীবনেও আমরা একে অপরের কাছে যাওয়া আসা করতাম। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা বলতাম।

মে'রাজ সাহেব বিবাহ করেননি কেন তা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসতো। তিনি বরাবর অস্বীকার করতেন।

শিক্ষকতার জীবনে আমাদের মাঝে কখনো কখনো দ্বিমত হয়েছে। তিনিও হেদায়া আখেরাইন পড়াতেন; আমিও পড়াতাম। আমরা সর্বদা একে অপরকে পেছনে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতাম।

তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। আরবী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। আরবী সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ অনেক বেশি ছিল। হযরত শায়খুল আদব রহ. থেকে তিনি এ রুচি লাভ করেন। তিনি অনেক কিতাব সংগ্রহ

করেছিলেন। এসব কিতাব তিনি জীবিত থাকতেই তাঁর পালিত পুত্র মাওলানা ফুরকান বিজনৌরীকে দান করে যান।

এরপর ছাত্ররা আল্লামা বিহারীর কাছে জানতে চান মে'রাজ সাহেবের পর সদর মুদাররিস কে হবেন? এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তরে তিনি বলেন, মাওলানা আরশাদ মাদানীকে সদর মুদাররিস বানানো উচিত। তাঁর মাঝে যোগ্যতা আছে। তাঁর তবিয়ত ভাল। তিনি একজন অত্যন্ত শরীফ ব্যক্তির পুত্র। তাঁর মাঝে হযরত মাদানী রহ.-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার শান বিদ্যমান।

বহু কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা হানীফ গঙ্গোহী বলেন, আমি হেদায়া আউয়ালাইন শায়খ নাসীর খান সাহেবের কাছে এবং হেদায়া আখেরাইন হযরত মে'রাজুল হক সাহেবের কাছে পড়েছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, হেদায়ার যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ আমি এখন লিখছি তা পরিপূর্ণ করে আমার এ দুই বুযুর্গ ওসতাদকে দাওয়াত করব এবং তাদের কাছ থেকে দোয়া নেব। আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে যতই দুঃখ করা হোক– তা কম হবে।

হযরত মাওলানা মে'রাজুল হকের ইনতেকালে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে শোক প্রকাশ করে দারুল উলুমে শত শত পত্র আসে। এসব পত্রে হযরতের ছাত্র, ভক্ত, অনুরক্ত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তাঁর জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও অবদান তুলে ধরেন। প্রত্যেকেই তাঁর দারাজাত বলন্দীর জন্য বিশেষভাবে খতম, দোয়া ও ঈসালে সওয়াবের সংবাদ দেন।

নীতিতে অবিচলতা

হযরত মাওলানা মে'রাজুল হক একজন নীতিবান মানুষ ছিলেন। নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপসহীন। সারা জীবন এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

তিনি কখনো ছাত্রদের কাছ থেকে তাদের ছাত্র থাকা অবস্থায় হাদিয়া কবুল করতেন না। গোটা জীবন এর উপর অটল ছিলেন।

হযরতের ওফাতের পূর্ববর্তী বছরের ঘটনা। বাংলাদেশী যেসব ছাত্র দারুল উলুমে অধ্যয়ন করতেন, তারা সকলে মিলে দারুল উলুমের সকল ওসতাদকে দাওয়াত করেন। হযরতকে দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের দাওয়াত কবুল করলাম, তোমাদের জন্য দোয়া করবো। তবে খেতে পারব না। বাংলাদেশী ছাত্ররা অতিশয় অনুনয় বিনয় শুরু করলে তিনি বলেন, কেয়া তোম মেরা চালিস সাল কা মা'মূল খতম কারনা চাহতে হো– তোমরা কি আমার চল্লিশ বছরের ঐতিহ্য ধ্বংস করতে চাও?

এ কথা শুনে সবাই থেমে যায়। কবি বেনজীর আহমদের ভাষায়,

তুমি নাহি যাচ
কভু কারো পাশে
কোনো প্রতিদান।

তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টি

হযরতের তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টির গুণ ছিল প্রবাদতুল্য। তিনি মাদরাসা থেকে যে সামান্য বেতন পেতেন তারই উপর সর্বদা তুষ্ট ছিলেন। দারুল উলুমে শিক্ষকতার শুরুর দিকে তাঁর মাসিক বেতন ছিল পঁয়তাল্লিশ টাকা। কর্তৃপক্ষ তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে পঞ্চাশ টাকায় উন্নীত করেন। তিনি আপন ব্যয়ের হিসাব করে তৎকালীন মুহতামিম সাহেবের কাছে লিখিত আবেদন করেন, তাঁর বেতন যেন পঁয়তাল্লিশই রাখা হয়। এর অধিক তাঁর প্রয়োজন নেই।

ওফাতের পূর্বে বিজনৌরের জনৈক বিত্তশালী ভক্ত তাঁকে তিন হাজার রুপি হাদিয়া হিসাবে দেয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা ফেরত দিয়ে বলেন, আমার এ টাকার প্রয়োজন নেই।

সময়ের প্রতি যত্ন

হযরত মে'রাজ সাহেব সময়ের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তাঁর প্রতিটি দিন সুনির্দিষ্ট রুটিনের আওতায় ব্যয় হতো। কখনো এক মুহূর্তও অপচয় করতেন না। খাদেম থাকা সত্ত্বেও নিজের অধিকাংশ ছোটখাটো কাজ নিজেই করতেন। আর ব্যক্তিগত প্রতিটি কাজই যথাসময়ে সম্পন্ন করতেন। নির্দিষ্ট সময় থেকে এদিক সেদিক খুব কমই হতো। তিনি এশার সালাত আদায় করে অল্প সময়ের ব্যবধানে শুয়ে যেতেন। শেষ রাতে উঠে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন।[১]

গড়ন

মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. ছিলেন সুদর্শন ও সুন্দর গঠনের অধিকারী। তিনি সর্বদা উত্তম ও রুচিশীল পোশাক পরতেন। তিনি শেরোয়ানী না পরে কখনো রুম থেকে বের হতেন না।

হযরতের গায়ের রঙ ছিল ফর্সা, কপাল প্রশস্ত, উন্নত নাসিকা, চোখ বড় বড়।

[১]. মাওলানা নূর আলম খলীল আমিনী, মাসিক দারুল উলুম, পৃ. ৪২, জমাদিউল আউয়াল ১৪১২

ভ্রুযুগল ঘন ও মানানসই, দীর্ঘ দেহ, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার। তিনি সাধারণত লম্বা টুপি পরিধান করতেন। সর্বদা তাঁর কাঁধে রুমাল এবং ডান হাতে ছড়ি থাকতো। তিনি কথা কম বলতেন। তাঁর চেহারায় আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ رُعب ছিল।

দারুল উলুমের প্রতি অগাধ ভালোবাসা

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল। এ অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ফলেই গোটা জীবন তিনি দারুল উলুমেই কাটিয়ে দেন। আর্থিক ও বৈষয়িক বিভিন্ন লোভনীয় প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও তিনি দারুল উলুম ত্যাগ করেননি। দারুল উলুমে খেদমত করাই তিনি নিজের একমাত্র সাধনা হিসাবে বেছে নেন।

উনিশ শ সাতচল্লিশের দেশবিভাগের সময় তাঁর পিতা তাঁকে পাকিস্তান চলে যাওয়ার কথা বললে তিনি উত্তরে বলেন, জিসমানী রিশতা কে লিয়ে দারুল উলুম ছে রূহানী তাআল্লুক কো কোরবান নেহী কার সেকতা– দারুল উলুমের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক। কোন অবস্থাতেই এ সম্পর্ক আমি বিসর্জন দিতে পারব না।

অন্তিম ইচ্ছা

ইনতেকালের কিছুদিন পূর্বে তিনি বলেন, আমি যদি এ বছর সুস্থ হই তবে কিতাব না পড়িয়ে বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক কুরআন মজীদের আয়াত ও হাদীস নির্বাচন করব। এরপর এগুলো ছাত্রদের মুখস্থ করাব। কখনো বলেন, যদি এ বছর বেঁচে যাই তবে মনে হয় আরও দশ বছর জীবিত থাকব।

অসুস্থ অবস্থায় তিনি নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির করতেন। কখনো তিলাওয়াত শুনতেন। মাঝে মধ্যে আরব কবি হামাসার এ কবিতা আওড়াতেন,

أَظُنُّ إِمهَالَ الدَّمِ لَيسَ بِمُنْتَهٍ * مِنَ العَيْنِ حَتَّى يَضْمَحِلَّ سَوَادُهَا.

অসুস্থতা বেড়ে গেলে তিনি মুহতামিম হযরত মাওলানা মারগূবুর রহমানের কাছে রিটায়ারের দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু মুহতামিম সাহেব তা কবুল করেননি।

অসুস্থ অবস্থায় তিনি বলেছিলেন, আমাদের সিলেবাস থেকে মানতেক ও ফালসাফার কিতাব কমিয়ে এর জায়গায় অংকশাস্ত্র, ভূগোল ও ইতিহাসের কিতাব সিলেবাসভুক্ত করা চাই। আমাদের ছাত্ররা এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে খুবই দুর্বল।

তিনি ছাত্রদের পানাহার ও বসবাসে অধিক আরাম আয়েশ ভোগ করার পক্ষে ছিলেন না। তিনি শেষ সময়ে বলতেন, ছাত্রদের ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট ও পরিশ্রমী হতে হবে। ছাত্রদের জন্য অধিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হলে তাদের মধ্যে গাফলতী চলে আসে। ইলমে দীন বিলাসিতা দ্বারা নয়, বরং কষ্টের জীবন দ্বারা অর্জন করতে হয়।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ছাত্রদের দরসী পড়ালেখার পাশাপাশি শরীরচর্চাও করতে হবে। তাহলে দীনী মাদরাসার ছাত্ররা আলেম হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের সাহসী সৈনিকও হবে।

ইলমের প্রতি শ্রদ্ধা

ইল্‌ম, আহলে ইল্‌ম ও আসবাবে ইলমের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে কেউ বড় আলেম হতে পারে না। মাওলানা মে'রাজুল হক এত বড় আলেম হতে পেরেছিলেন তার অন্যতম কারণ হল, এসব গুণ তাঁর মাঝে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ইলমে দীন ও ওসতাদদের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। ইল্‌মের মাধ্যম কিতাব ও মাদরাসার প্রতিও ছিল তাঁর অসীম ভক্তি ভালোবাসা। তিনি প্রচুর কিতাব সংগ্রহ করেছিলেন এবং এগুলো অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রাখতেন।

মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. দারুল উলুমে শিক্ষকতা শুরু করার পূর্বে দক্ষিণ ভারতের গুলবারগায় মুহতামিম ও সদর মুদাররিস হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

গুলবারগা থেকে দেওবন্দ আসার সময়ের ঘটনা। তিনি তাঁর সমুদয় কিতাব বড় বড় বাক্সে প্যাক করে রেল স্টেশনে আসেন। বাক্সের সংখ্যা ও ওজন অনেক বেড়ে যায়।

রেলওয়ের জনৈক অফিসার বলেন, বাক্সের ভেতর কী? এত ভারি কী নিয়ে যাচ্ছেন? হযরত উত্তরে বলেন, এগুলোর ভেতর স্বর্ণের ইট রয়েছে। এতে হিন্দু অফিসার চোখ কপালে তুলে বারংবার তাকাতে থাকে। এক পর্যায়ে বাক্স খোলার নির্দেশ দেয়। খোলার পর দেখা গেল কিতাব আর কিতাব। অফিসার অপ্রস্তুত হয়। ঐ নির্বোধ অনুধাবন করতে পারেনি, সোনার ইট কেউ কখনো এভাবে নেয় না।

সে বললো, মাওলানা! এগুলো স্বর্ণের ইট? উত্তরে নিতান্ত স্বাভাবিককণ্ঠে হযরত বলেন, আমার নিকট এ কিতাবগুলো স্বর্ণের ইটের চেয়েও অধিক মূল্যবান।

তিনি শায়খুল আদব মরহুম মাওলানা এ'যায আলী রহ.-এর দীর্ঘ সান্নিধ্য লাভ করেন। হযরত শায়খুল আদবের তত্ত্বাবধানেই তিনি আরবী সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

মাওলানা মে'রাজ সাহেব যখন আরবী সাহিত্যের হামাসা বা সাবআয়ে মুআল্লাকার দরস দিতেন তখন প্রতিটি শব্দের তাহকীক ও বিশ্লেষণ এত উত্তমরূপে ও গভীরতার সঙ্গে উপস্থাপন করতেন যে, শ্রোতারা অভিভূত হয়ে যেতেন। শ্রোতাদের মনে হতো, যেন বিখ্যাত অভিধান কামূস প্রণেতা আল্লামা মাজদুদ্দীন ফাইরোযাবাদী অথবা কামূস-এর ব্যাখ্যাতা আল্লামা মুরতাযা যাবীদীর মজলিসে বসে আছে।

অপর দিকে তিনি যখন হেদায়া আখেরাইনের দরস দিতেন তখন মনে হতো তিনি আপাদমস্তক একজন প্রজ্ঞাবান ফকীহ। ইলমে ফিক্‌হ ও হানাফী শাফিঈ মাযহাবের উসূল, দলীল ও যুক্তির ভাণ্ডার যেন উপচে পড়তো।

হযরতের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্যের গভীরতা প্রত্যক্ষ করে শ্রেণিকক্ষে ছাত্ররা বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে পড়তো।

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক

মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. বাহ্যিক ইলমের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি রূহানী জগতেরও উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। যারা প্রকৃতপক্ষে ওলীআল্লাহ তাঁরা সাধারণত নফল আমল গোপনে আদায় করেন। নফল আমল দ্বারা যার সন্তুষ্টি অর্জন করা উদ্দেশ্য থাকে সঙ্গোপনে শুধু তাঁকেই সন্তুষ্ট রাখেন। তাঁরা সব সময় যত্নবান থাকেন তাঁদের এবাদত বন্দেগীর বিষয় যেন প্রকাশ না পায়। সুতরাং তাঁরা নফল এবাদতের জন্য রাতের অন্ধকারকে বেছে নেন।

মাওলানা মে'রাজুল হক রহ. এশার পর অল্প সময়ের মধ্যে জরুরী কাজ শেষ করে শুয়ে যেতেন। তিনি নিয়মিত রাতের তৃতীয় প্রহরে দীর্ঘ সময় নিয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, কুরআন তিলাওয়াত ও যিকির করতেন। সবশেষে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে রোনাযারীতে মশগুল থাকতেন। আল্লামা ইকবালের ভাষায়,

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو

کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گاہی

নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়ের এ অভ্যাস মাওলানা মে'রাজুল হক ছাত্র জীবন থেকেই আয়ত্ত করেছিলেন।

মে'রাজ সাহেবের ইনতেকালের পর লক্ষ্ণৌর দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায় শোকসভা ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। এতে নদওয়াতুল ওলামার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী মাওলানা মে'রাজ সাহেবের ইল্‌ম ও আখলাক নিয়ে আলোচনা করেন।

এখানে স্মর্তব্য যে, আল্লামা নদবী ও মে'রাজ সাহেব একই সময়ে দারুল উলুম দেওবন্দে দাওরা হাদীস পড়েন। আল্লামা নদবী মে'রাজ সাহেবের তাহাজ্জুদ আদায়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, একদিন আমি ফজরের অনেক আগে দেওবন্দের দারুল উলুম মসজিদে যাই। গিয়ে দেখি, এক নওজোয়ান ছাত্র তাহাজ্জুদ ও মুনাজাতে মশগুল। ঐ ছাত্র যখন অনুভব করল মসজিদে কেউ এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে রুমাল দিয়ে নিজের চেহারা ঢেকে নিল। অনেকক্ষণ পর আমি বুঝতে পারলাম এ ছাত্র মে'রাজুল হক। যিনি পরবর্তীতে এ দারুল উলুমের সদর মুদাররিস হয়েছিলেন।[১]

স্নেহপরায়ণতা

মাওলানা মে'রাজুল হকের মাঝে স্নেহপরায়ণতার গুণ অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মেধাবী, লেখাপড়ায় আগ্রহী বা আর্থিক অসচ্ছল ছাত্রদের তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কখনো কখনো ছাত্ররা তাঁর স্নেহমমতা ও বাৎসল্য এত বেশি লাভ করেছে যে, এর সামনে পিতামাতার স্নেহও কম মনে হয়। বাহ্যিকভাবে তাঁকে কঠোর মনে হলেও মূলত তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি অসুস্থ ও বিপদগ্রস্ত ছাত্রদের খোঁজখবর নিতেন এবং আর্থিক সহায়তা করতেন। তাঁর নাশতা বা খাওয়ার সময় কোন ছাত্র উপস্থিত হলে সে ছাত্রকে তিনি খাবারে শরীক করতেন।

তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ। মেহমান ছাড়া একাকী কখনও খাবার খেতেন না। প্রতিদিন ফজরের পর নিজ হাতে চা বানাতেন এবং উপস্থিত সকলের মাঝে পরিবেশন করতেন। দারুল উলুমের অধিকাংশ ওসতাদই তাঁর এ আপ্যায়ন লাভে ধন্য হয়েছেন। হযরতের স্নেহপরায়ণতা পশুপাখীদের মাঝেও বিস্তৃত ছিল।

মাদরাসার কামরায় তিনি হাঁস মুরগী ও কবুতর পালতেন। এগুলোর আরাম আয়েশের জন্য সর্বদা যত্নবান থাকতেন। শীতগ্রীষ্মে এসব মূক প্রাণীর যেন

[১]. বুরহানুদ্দীন সম্ভলী, কওমী আওয়াজ, পৃ. ৩, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

কোন কষ্ট না হয় এ ব্যাপারে তিনি তৎপর থাকতেন। এসব পোষা প্রাণীর অসুখ বিসুখেও তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের উপর আমল করতেন, اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ 'সকল মাখলুকের প্রতি দয়া কর, তাহলে মহান রবও তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করবেন।'[১]

তোমার আবির্ভাব যেমন শতাব্দীর বিস্ময়,
তোমার তিরোভাব তেমনি বেদনাময়।

[১]. সুনানুত তিরিমিযী, হাদীস ১৯২১